সাঁঝবেলার কথকতা

শুচিস্মিতা দেব

সূচিপত্র

কোজাগরী আলো	.....	১৩
উলটপুরাণ	.....	১৮
মোচড়	.....	২৩
গোধূলি	.....	৩০
পরমান্ন	.....	৩৫
ফেসবুকে বন্ধু	.....	৪৩
বোকামানুষ	.....	৪৮
উড়ান	.....	৫৫
সেই তুমি সেই আমি	.....	৬২
প্রতিবেশী	.....	৬৮
ম্যাঁও এবং ওরা	.....	৭৬
সেই রাতে	.....	৮৪
একটি শিখার আলো	.....	৯০
বিনিময়	.....	৯৪
নাছোড়	.....	১০২
নারী দিবস	.....	১০৭
জীবনের খেলাঘরে	.....	১১৫
চক্রব্যূহ	.....	১২৪
ত্রয়ী	.....	১৩৪
মা ও মেয়ে	.....	১৪৮
অমানুষ	.....	১৫৯
প্রতীক্ষা	.....	১৬৯
মোক্ষম দাওয়াই	.....	১৭৭
ভালোবাসার ঘর	.....	১৮৪
দুইয়ে দুইয়ে চার	.....	১৯২

কোজাগরী আলো

ছেঁড়ামেঘের আবডালে কোজাগরী পূর্ণিমার পিতলের থালামার্কা নিটোল চাঁদের ফাটাফাটা জ্যোৎস্না রাতের ঢাল বেয়ে উদলামাঠ, বুনোঝোপ, মেঠোপথ আর মাটির ঘরসংসারে সসঙ্কোচে নেমে আসছে। সেই আলো-আঁধারি রাত্রির দিকে চেয়ে নারায়ণী দাওয়ায় বসা। বাড়ির ভিতরে শাঁখ বাজাচ্ছে আলো। পটে মালক্ষ্মীর কপালে সিঁদুরফোঁটা দিয়ে নিজের সিঁথিতে আঁকল রক্তিম রেখা। ধূপ-ধুনোর অবশকরা গন্ধে মিশে যাচ্ছে নাড়ু-মোয়ার মনকেমন বাস। ভক্তিভরে গলবস্ত্র হয় একুশ বছরের আলো... নারায়ণীর একমাত্র ছেলের বউ, যার মুখখানা একেবারে পালবাবুদের দুগ্গাপ্রতিমার মতো।

বর্ধিষ্ণু পালবাবুরা এই অজ পাড়াগ্রামের মুরুব্বি। নিয়মকানুন দন্ডমুন্ডের কর্তাও বটে। তাঁদেরই ইটভাটায় মেয়েপুরুষ খাটে... জমিজিরেতে চাষবাস করে। আলোর বর মন্টুও পালদের জমিতে চাষের কাজ করত। গত দু'বছরে সেই গল্প বদলে গেছে।

বদলটা মন্টুই ঘটাল। বন্ধু... পাশের গ্রামের নিতাই আরবদেশে গিয়ে বাবুয়ানির লোভ দেখাল মন্টুকে। ডলারে ইনকাম। মন্টু নিতাইয়ের পিছু নিল। আলো চায়নি মন্টু যাক। নারায়ণী আপত্তি করেনি। তার সোয়ামী তো ঘরে বসে-বসেই অকালে মরল। মন্টু ডাকাবুকো চিরকাল। বলিয়ে-কইয়ে। এট্টু 'রিস্ক' না নিলে এই এঁদোজীবনেই পচে মরা। নিতাইয়ের পাসপোর্ট ছিল, মন্টুর ছিল না, ছিল এজেন্টের বরাভয়। সেটাই সম্বল করে রওয়ানা দিয়েছিল মন্টু। আলোর কান্নাকাটি গায়ে মাখেনি। অজানার ডাক মন্টুর রক্তে তখন চনমনে নেশা ধরিয়েছিল...

শুরুতে মোবাইলে দিব্যি দেখা দিত মন্টু। খুশিখুশি। রঙচঙে জামা, বাহারী চুলের ছাট। পয়সাকড়িও আসছিল। হঠাৎ তিন মাসের মাথায় সব চুপচাপ। ফোন আসে না। ফোনও ধরে না মন্টু। আলো কান্নাকাটি জুড়ল। অগত্যা নারায়ণী পাশের গ্রামে নিতাইয়ের বাড়ি ঠেঙিয়ে গিয়ে যা শুনল-তাতে তো থ'। নিতাই নাকি জেলে। নিতাইয়ের বাবা হাঁউমাউ করে যা বলল তার অর্দ্ধেকও বোঝেনি নারায়ণী। সেই মরুভূমির দেশে 'ইয়ারপোট' বানাতে নিতাইদের নিয়ে গিয়ে প্রথমেই হারামী মালিকটা ওদের 'পাসপোট', কাগজপত্তর সব হাতিয়ে নিয়েছে। একে বলে কাফালা সিস্টেম। বন্ডেড লেবার। নিতাইরা বাপের জন্মে শুনেছে এসব? ওই দেশের আইনকানুন কড়া। মানুষগুলো আগে ছাগল-ভেড়া চরাতো। তারপর দেশটার বালিমাটির নীচে কুয়ো-কুয়ো তেল বোরোল বলে কোটিপতি

হয়ে এখন বড্ড রোয়াব ওদের। নিতাই দুটো পয়সার লোভে অচেনা বিদেশ-বিভুঁইয়ে গেছে... তা সে যদি মালিকের কাজ সেরে, অবসরে এট্টু একসট্রা আয় করার চেষ্টা করে তো কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? বিপদ ঘটল এখানেই। নিতাই ধরা পড়ে গেল মালিকের কাছে। ব্যস। সোজা হাজতে! পাঁচ বছরের সাজা কাটো এখন!

'ও নেতাইয়ের বাপ, আমার মন্টু কেন ফোন ধরে না?'

'মন্টু তো কী যেন বলেছেল নেতাই?... হ্যাঁ! ফুটলুজ লেবার। কাগজপত্তর নাই আর কী। ওকে মালিক খাটাচ্ছিল বেদম। থাকার ঘর নাই। অসুখ হলে ওষুধ নাই... মাথাগরম ছেলে তোমার, রেগেমেগে মালিককে গাল পেড়েছেল। মালিক আচ্ছা টাইট দেছে... টাকাপয়সা ফোনটোন কেড়ে নিয়ে পিছনে লাথি মেরেছে। ও বোধহয় আর দ্যাশে ফিরতে পারবে না বুন'-

নারায়ণী শুনে মাটিতে বসে পড়েছিল। ভয়-দুঃখ-অসহায়তায় বোবা। নিতাইয়ের মা এক গেলাস জল দিল, 'আমাদের পোড়াকপাল বুন। কী করবা বলো? ছেলেরা পেরাণে বেঁচেবর্তে থাকলে একদিন ফিরে আসবে। নেতাই খবর পাঠালেই জানাব'-

খবর কি সহজে আসে? কোথায় সেই শেখেদের ঝলমলে দেশ আর কোথায় বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ পাড়াগ্রাম! হাজারহাজার কিলোমিটার চিৎ হয়ে পড়ে আছে এই দুই দুনিয়ার মাঝখানে। এরপর এক বিধবা নারী ও এক নিখোঁজ স্বামীর অসহায় স্ত্রী-র জীবনসংগ্রামের গল্প বড় একঘেয়ে দুঃখবেদনার বারমাস্যা। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগে-লাগে এমন উত্তেজনায় পৃথিবীময় কোটিকোটি টাকার সামরিক কেনাবেচার জমজমাট নাটকের পাশে কী ভীষণ ম্যাড়মেড়ে এই দু'বেলা অন্নসংস্থানের দুরুহ প্রচেষ্টার যাত্রাপালা। দেশের নেতারা বস্তাবন্দি কোটি-কোটি টাকা লুকিয়ে ফূর্তিফার্তা মেরে বেড়াচ্ছে... টাকা উড়ছে আকাশে... শুধু সাধারণ মানুষেরই নাগালের বাইরে সব। তারা কেবল টাকার গল্পের আঁশটেগন্ধে বিভোর হয়ে আছে। বাজার আগুন... খাবারের মেনুতে শর্টকাট তবু নেতাদের কী খুশবুদার জমজমাট কেচ্ছাকাহিনী... তাতেই পেট ভরছে জনতার! তবে নারায়ণীদের আবার সে উপায়টুকুও নেই। তাদের না আছে রেডিও-টিভি, না আছে খবরের কাগজ... বিশ্বজোড়া হুলুস্থুলুর খবর পৌঁছায় না তাদের কুঁড়েঘরে। সেখানে ভাঙাটালি চুঁইয়ে বর্ষায় ভিজে যায় পরণের সম্বল একমাত্র শাড়িখানা... কাল চুলোয় আগুন জ্বলবে এমন প্রত্যয় থাকে না... কেরোসিনের অভাবে আঁধারঘরে দমচাপা নৈঃশব্দ...

মন্টুর আশা ছেড়ে তাই বাধ্য হয়েই আলোকে ইটভাটায় কাজে পাঠিয়েছিল নারায়ণী। প্রতি হাজার ইট তৈরিতে মরদরা দৈনিক আশি টাকা পায় আর মেয়েরা ষাট। পালবাবুর নিয়ম। সরকারের বাঁধা পারিশ্রমিকের থেকে অনেক কম। বর্ষায় কাজ বন্ধ থাকলে সেটুকুও ফু-স। কাজের তুলনায় শ্রমিকের জোগান বেশি ফলে প্রতিযোগিতার রেশারেশি জোরদার। মেয়েদের কাজ পেতে শরীরের ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয় না... পালবাবু ও তার তিনটি যোয়ান ছেলের দাক্ষিণ্যে ইট বওয়া কাজে মেয়েরা এগিয়ে থাকে।

রূপের বিভায় মোটামুটি নিয়মিত কাজ জুটে যাচ্ছিল আলোর। তবে ইটের ভার বইতে তার পলকা শরীরে কষ্ট... পালবাবুর মেজছেলে প্রভাসের এমনটাই ধারণা হলো। সে অন্য একটি রোজগারের প্রস্তাব পৌঁছে দিয়েছিল আলোর কাছে। বাঁধা রোজগার। অভাবের থাবা সহজে আলোদের কাছে ঘেঁষতে পারবে না। আলো প্রস্তাবে রাজি হয়নি ফলে বর্ষাকাল গেলেও আলোর কাজ জোটে না... আলোর পেট থেকে কথা টেনে বার করে নারায়ণীর তো মাথায় হাত...

এরপর নারায়ণী যদি তার পুত্রবধূকে বুঝিয়েসুঝিয়ে প্রভাসের প্রস্তাবে রাজি করায় পাঠক কি তাকে খুব খারাপ বলে গাল পারবেন? উপোসের যন্ত্রণা যারা জানেন, তারা হয়তো দোষারোপের মাত্রা কমাবেন। শাশুড়ি-বউয়ের ঘরে টাকা বাড়ন্ত। ছাদে ফুটো। লজ্জা নিবারণের উপায়েও টান ধরেছে... ন্যায়-নীতিতে পেট ভরে না বুঝেছে বইকি আলো। অতএব... গত একটা বছর মোটামুটি খেয়েপরে আছে তারা দুটি প্রাণী।

লক্ষ্মীপুজো করতে নারায়ণী চায়নি। ফালতু খরচ। বছর খানেক আগে মন্টু হাজতে ঢুকেছে খবর পাঠিয়েছিল নিতাই। আলো মন্টুর মঙ্গলের কথা ভেবে পুজোর জেদ ধরল। হাতে কিছু টাকাকড়ি এসেছে মেয়ের। দুর্গাপুজোতে একস্ট্রা ইনকামও হয়েছে। নারায়ণী নিমরাজি হয়েছিল। যদিও ছেলের ফেরার আশা আর করে না সে। যদ্দিন না মেজবাবুর বিয়েশাদি হয়, আলো নেকনজরে টিঁকে থাকুক, মালক্ষ্মীর কাছে এইটুকুই চাওয়া। অবশ্য বিয়ে হলেই পালেরা বউয়ের আঁচলধরা হয়ে পড়ে এমন অপবাদ তাদের নেই। তবু বলা কি যায়? যা কপাল তাদের!

আলো আজ সারাদিন উপোস করে একা হাতে পুজোর উপকরণ গুছিয়েছে। নারায়ণী বিধবামানুষ। পুজোর কাজে অচল। শহরে নাকি আজকাল রীতিনীতি বদলেছে কিন্তু পাড়াগাঁয়ে বিধবাদের হাতেপায়ে বেড়ি। সনাতনের মাঝবয়সী বিধবাবউটা পাশের বাড়ির হারাধনের সঙ্গে ভাব করতে গিয়ে ধরা পড়ে মার খেয়ে মরো-মরো। বউমরা পালবাবুর রাতে নিত্যি-নতুন মেয়েমানুষ লাগে, তাতে কেউ কিছু মনে করে না কিন্তু গ্রামের বিধবাদের উপর পঞ্চায়েতের কড়া নজরদারি। খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা সব এক্স-রে মেশিনে ফেলে দেখা... নারায়ণী আজ পনেরো বছর বিধবা। সে জানে চল্লিশবছরের শরীরের ক্ষিদেতেষ্টা কী করে মেরে ফেলতে হয়।

আলো বাইরে এসে দাঁড়ালে নারায়ণী মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কী যে সুন্দর লাগছে মেয়েটাকে! গত এক বছরে আরও খোলতাই হয়েছে আলোর রূপ। রোদেতাপে ইটের কাজ কমেছে। মেজবাবু শহর থেকে স্নোপাউডার এনে দেয়। দু'বেলা ভরপেট খাওয়া। ভরাট যৌবনে যেন প্লাবন জেগেছে। লালপাড় কোরাশাড়িখানার ঘোমটার ঘেরাটোপে মালক্ষ্মীর মতোই শান্তশ্রী। আসলে যতই বলো মেজবাবুর সান্নিধ্যে মেয়েটার নারীত্বের